**একুশে** ফেব্রুয়ারি

মু. হুমায়ূন কবীর

মাগো আর-

 নতুন জামা, জুতোর কিংবা কিছুর

 বায়না তো ধরবো না

 করবো না কোনো আড়ি;

কারণ আজ-

 আমার ভাইয়ের

 রক্তে রাঙানো

 মহান একুশে **ফেব্রুয়ারি** !

পাষাণ হৃদয় বর্গীরা ঐ-

 দেখেনি তো একটুও ভেবে

 বাংলা ভাষা কতোটা মধুর খাঁটি

 আর মায়াবী পরিপাটী;

 মা-কে অম্বা, মাত, মম, উম, মামা, মাম

 আহা যত না রুপেই ডেকে থাকি

 কিছুতেই মেটে না স্বস্তি, যদি না

 বাংলায় মধুর ‘মা’ নামটি ধরে ডাকি।

 কোনো কিছুই লাগে না ভালো

 মনটা আজি বড়ই ব্যাথাতুর

 বারে বারে স্মৃতির পটে আসছে ভেসে

 প্রিয় মুখ ঐ আউয়াল, জব্বার, শফিউর।

মাগো বল্‌ না !

 কেমন করে যাই ভুলে

 তোর আট বছরের তৃতীয় শ্রেণির

 শহীদ অহিউল্লাহর কথা;

 তোর মায়া ভরা অমৃত-সুধা বুলির টানে

 বুকের তাজা রক্ত দিয়ে সেও ইতিহাস হলো

 মায়ের ভাষা সমুন্নত রাখল যথা।

জানে কি ঐ-

 নির্বোধ-অধম হানাদার পাপীরা

 তোর ছেলেরা কতোটা ভীষণ দুরন্ত, দুর্দম !!

 বিজয় না নিয়ে তারা

 যায় না কখনো থেমে; কারণ-

 ওরা যে সদাই থাকে ডুবে

 তোর শেখানো বুলির গভীর মোহিনী

 আদর, স্নেহের প্রেমে।

মাগো দেখ্‌ না, চেয়ে দেখ্‌ !!

 ঐ যে তোর সালাম, রফিক, বরকতেরা

 রক্তে ভেজা গায়ে

 বলছে আমায় ডেকে

 দেশের তরে প্রতিটি ক্ষণে

 জীবন বিলিয়ে দিবি কিন্তু ভাই

 সদাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে !!

ধরার বুকে আমার চেয়ে বলো

কে আছে আজ এতোটাই গর্বিত

শির উঁচু করে জানান দিয়েছি-

 দেখো, পৃথিবী দেখো, জীবন দিয়ে

 মায়ের ভাষা ছিনিয়ে এনেছি

 হয়েছি আজ জগৎ জোড়া অদ্বিতীয়,

 যে মর্যাদার শির-তাঁজ রুপে বাংলা হলো

 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনীয়।

**ফেব্রুয়ারির** চেতনা নিয়েই

একাত্তরের জন্ম

ধন্য আজি ধন্য বাঙালী

মাতৃভাষার জন্য।

প্রভাত বেলায় খালি পায় রক্তিম ফুল হাতে

গভীর শোকে কাতর ব্যাথা ভরা এই মনে

শহীদ ভাইদের এমনি স্মরণ ক্ষণে

শপথ নিলাম আজি-

 মানুষের মতো মানুষ হবো;

 মাগো !

 তোর শেখানো প্রাণের বুলি

 বাংলাকে ধরায় শীর্ষে নিয়েই যাবো।

রচনায়:

মু. হুমায়ূন কবীর

সহকারি শিক্ষক (ইংরেজি)

ভায়েটা আব্দুল কদ্দুছ দাখিল মাদ্‌রাসা, টাংগাইল